শিশু নির্যাতনের অভিযোগের নিষ্পত্তিতে ভালো জায়গায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: শিশুদের প্রতি অপরাধের অভিযোগের মীমাংসায় বড় রাজ্যগুলির মধ্যে ভালো জায়গাতেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, গত তিন বছরে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, বিহারের মতো রাজ্যে যে হারে এই অভিযোগ জমা পড়েছে, তার তুলনায় এ রাজ্যে অনেকটাই কম অভিযোগ জমা পড়েছে। আর এখানে সমাধানের হারও বেশ ভালোই। দেশের সার্বিক চিত্র বলছে, মোট অভিযোগের বেশিরভাগই সমাধান করে দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্ট জাতীয় কমিশনের

একনজরে রাজ্যভিত্তিক অভিযোগ ও নিষ্পত্তির সংখ্যা

রাজ্য	গত তিন বছরের মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তি
পশ্চিমবঙ্গ	২৫১	২০৬
উত্তরপ্রদেশ	২০৭২	১৭৪০
দিল্লি	৯১৪	৭৮১
রাজস্থান	৩৪৮	২৮৯
অন্ধ্রপ্রদেশ	৭৭৬	৫৬৬
মধ্যপ্রদেশ	৪৯৬	৩১০
তামিলনাড়ু	৩৫৮	২৪৫

জাতীয় কমিশনের তথ্যানুযায়ী, ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বরে ৭৭টি অভিযোগের সমাধান হওয়া বাকি ছিল। সেই দিন থেকে ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত নতুন করে আরও ১৭৪টি অভিযোগ জমা পড়ে। সব মিলিয়ে অভিযোগের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫১। এর মধ্যে মীমাংসা হয়ে গিয়েছে ২০৬টির। ১ এপ্রিল, ২০১৮-তে অমীমাংসিত অভিযোগের সংখ্যা ৪৫টি। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে গত তিন বছরে ১১২২টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। আগের ৯৫০টি অভিযোগ ছিল। সব মিলিয়ে ২০৭২টির মধ্যে মেটানো হয়েছে ১৭৪০টি অভিযোগ। অর্থাৎ এখনও ৩৩২টি অভিযোগ অমীমাংসিত অরস্থায় পড়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে এই রাজ্যের ধারেকাছে অবশ্য সেরকম কোনও রাজ্য নেই। উত্তরপ্রদেশের পর গত তিন বছরে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ রয়েছে দিল্লিতে। সেখানে ৫৯৩টি অভিযোগ জমা পড়েছে। ১ এপ্রিল পর্যন্ত যে সব রাজ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক অভিযোগ পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের পরই রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে ২১০টি অভিযোগের নিষ্পত্তি হওয়া বাকি। হরিয়ানায় ১০০, মধ্যপ্রদেশে ১৮৬, তামিলনাড়ুতে ১১৩, দিল্লিতে ১৩৩টি অভিযোগ অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। তবে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে গুজরাতে শিশুদের প্রতি অপরাধের সংখ্যা নগণ্য। অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও বেশ তৎপর সেখানকার প্রশাসন। দেখা যাচ্ছে, গত তিন বছরে মোট ৮৩টি অভিযোগ হয়েছিল। যার মধ্যে ৬৪টিরই মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, গত তিন বছরে দেশে ৭৭৭৩টি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। যার মধ্যে ৬১০৫টির নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, এখনও বাকি পড়ে রয়েছে ১৬৬৮টি। তাছাড়া বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও নজর রাখা হচ্ছে। সেখান থেকেও যদি কোনও শিশুর প্রতি অপরাধের খবর তাকে, সেব্যাপারেও খোঁজখবর করা হচ্ছে। পকসো ই-বক্স চালু করার পর থেকে ভালো সাড়া মিলেছে। ২০১৬ সালের আগস্টে এই পরিষেবা চালু করেছিল জাতীয় কমিশন। তারপর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৫৬৪টি অভিযোগ জমা পড়ে। তার মধ্যে ৬৮টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পকসো আইনের অধীনে মামলা রুজু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫৩টির নিষ্পত্তিও হয়ে গিয়েছে।